আলমডাঙ্গা উপজেলা ব্যাপি মাদকের ছড়াছড়ি- ইউপি চেয়ারম্যান

আলমডাঙ্গা উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় উপজেলা ব্যাপী মাদকের ব্যাপক ছড়াছড়িতে চেয়ারম্যানরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় ইউপি চেয়ারম্যানদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আজকের সভায় ১৫ ইউপি চেয়ারম্যানসহ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মাসিক এই সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলার গ্রামে গ্রামে ভয়াবহ আকারে মাদকের কারবার বিক্রেতা ও ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ। তাদের এলাকার মাদকের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন।

এছাড়াও চেয়ারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোজাহিদুর রহমান লোটাস জোয়ার্দ্দার বলেন, যদি এধরনের পরিস্থিতি চলতে থাকে ঈদের পরে এলাকার সচেতন মানুষ নিয়ে মাদকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবো। তার এই বক্তব্যকে সহমত প্রশন করেছেন উপস্থিত সকল চেয়ারম্যানবৃন্দ।

মাদক নিয়ে ইউপি চেয়ারম্যানদের অভিযোগ, সম্প্রতি আলমডাঙ্গা উপজেলা জুড়ে মাদক বিক্রেতা ও ক্রেতাদের অভায়রণ্যে পরিণত হয়েছে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামাঞ্চলে প্রকাশ্যে ও গোপনে রমরমা মাদক বেচাকেনা চলছে। তারা পুলিশ প্রশাসনের নিরবতাকে দায়ি করেন। একারণে উপজেলা জুড়ে চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ উপজেলায় প্রায় ১০ টি ফাঁড়িপুলিশের ক্যাম্প রয়েছে। তাদের ক্যাম্প এলাকার মধ্যে মাদক সেবীর আনাগোনা চললেও আইন প্রয়োগের কোন নেই উদ্যোগ। তাদের প্রশাসনিক আমলে না নেওয়ার জন্য মাদক ক্রেতা-বিক্রেতা সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান

এডভোকেট খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন,উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা ডাক্তার শারমিন আক্তার,উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, পৌরসভার প্যানেল মেয়র খন্দকার মজিবুল হক, থানার ওসি (তদন্ত) আবু সাঈদ,প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহিল কাফি।তাছাড়া অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, সমাজ সেবা অফিসার নাজমুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক,তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান, এনামুল হক,আশিকুর রহমান অল্টু, আসাদুল হক মিকা, তাপসির আহমেদ লাল, মিনাজ উদ্দিন, তরিকুল ইসলাম, মুজাহিদুর রহমান লোটাস, মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, এজাজ ইমতিয়াজ, হাসানুজ্জামান সারোয়ার,অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম, মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আশুরা খাতুন, সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

এছাড়া সভায় আলমডাঙ্গা পৌর শহরে ঈদ বাজারের যানজট, ফুটপাত দখল, ভ্রাম্যমাণ আদালত, বিদ্যুৎ সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় বিস্কুট কেনার অজুহাতে ইজিবাইক চুরি

ঝিনাইদহ হরিশপুর গ্রামের যুবক ইমরান হোসেন (২৫)। সে অভাবের সংসারে ইজিবাইক চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। গত চার মাস আগে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর নিকট থেকে তিনি ভাড়ায় ইজিবাইক নেয়।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর শহরের হলুদ পট্টি এলাকা থেকে কৌশলে ইজিবাইক চুরি করে নেয় চোরচক্রের সদস্যরা। এতে হতাশাগ্রস্থ হয়ে ইজিবাইক খুঁজতে থাকে শহর জুড়ে। পরে থানা পুলিশের সহযোগীতা নিয়েও খুঁজে পাননি তার ভাড়ায় চালিত ইজিবাইক।

ইমরানের পিতা ইউনুস আলীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত চার আগে হরিণাকুন্ডু উপজেলা শহরে ব্যাটারি চালিত ভ্যান চালিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইমরানের চার ও তিন বছরের দুটি মেয়ে এবং সদ্য ভূমিষ্ঠ ছেলে সন্তান থাকায় পরিবারের আর্থিক চাপে পড়েন। তারই কারণে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর নিকট থেকে একটি ইজিবাইক ভাড়ায় নেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে অজ্ঞাত ব্যক্তিকে নিয়ে হরিণাকুন্ডু বাজার হতে আলমডাঙ্গা শহরের আসেন। বেলা ১২ টার দিকে শহরের হলুদপট্টি এলাকায় তাকে ইজিবাইক থামাতে বলে। ওই ব্যক্তি বিস্কুট কেনার অজুহাতে বাজারে প্রবেশ করে। তার সাথে ইমরানও ইজিবাইক তালা দিয়ে যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখেন, তার ইজিবাইক নেই।

কান্না জড়িত কন্ঠে ভুক্তভোগী ইমরান বলেন, সামনে ঈদ। ছোট ছোট বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাড়ায় গিয়েছি। গাড়িটাও হারিয়ে গেলো। একমাত্র আল্লাহই জানেন তার কী হবে। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) শেখ গনি মিয়া জানান, ইজিবাইক চুরির ঘটনায় অভিযোগ করা হয়েছে। জড়িতদের ধরতে ও ইজিবাইক উদ্ধারে কাজ চলছে। এছাড়া শহরের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় বেশি দামে গরুর মাংস-মুরগি বিক্রি, চার ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বেঁধে দেওয়া দামের চাইতে বেশি দামে গরু ও মুরগি বিক্রির ঘটনায় আলমডাঙ্গায় চার ব্যবসায়ীকে সাড়ে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ আদালত পরিচালনা করেন। তিনি পৌর শহরে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার

তদারকির সময় এ জরিমানা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস আদালত সম্পর্কে বলেন, বুধবার দুপুরে পৌর শহরে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার দর মনিটরিং করা হচ্ছিল। এসময় মাংস ও মুরগি বাজারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বেঁধে দেওয়া দামের চাইতে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এমন অভিযোগে ওই এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

তিনি আরো বলেন, সরকারি ভাবে ব্রয়লার মুরগির উৎপাদন খরচ ১৪৫ টাকা ৭৮ পয়সা। তা উৎপাদক পর্যায়ে ১৫১ টাকা ৮১ পয়সা, পাইকারি পর্যায়ে ১৬২ টাকা ৬৯ পয়সা এবং খুচরা পর্যায়ে ১৭৫ টাকা ৩০ পয়সা দরে বিক্রি করতে হবে। একই ভাবে গরুর মাংসের উৎপাদন খরচ ৫৮৭ টাকা ৫০ পয়সা। উৎপাদক পর্যায়ে গরুর মাংসের কেজি ৬০৫ টাকা ১৩ পয়সা, পাইকারি পর্যায়ে ৬৩১ টাকা ৬৯ পয়সা এবং খুচরা পর্যায়ে ৬৬৪ টাকা ৩৯ পয়সা বিক্রির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তাই ভোক্তা সংরক্ষণ আইনে মাংস ব্যবসায়ী মজিবর রহমানকে তিন হাজার টাকা, লিজু আলীকে দুই হাজার টাকা, মুরগি ব্যবসায়ী ইমন হোসেনকে দেড় হাজার টাকা, সোলেমান আলীকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসার দুজন শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত

চাকরির শৃঙ্খলা ভঙ্গ, নারী কেলেঙ্কারী ও সভাপতির স্বাক্ষর জালসহ বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসার দুজন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) সাময়িক বরখাস্ত হওয়া দুজন শিক্ষক তাদের স্বাক্ষর করে পত্র দুটি গ্রহণ করেছেন বলে ওই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মীর মুহাম্মদ জান্নাত আলী জানিয়েছেন।

এদের মধ্যে কামিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জেলা প্রতিনিধি

ওয়াহিদ মোহাঃ রাশেদীন আমিনের বিরুদ্ধে চাকরির শৃঙ্খলা ভঙ্গ, নারী কেলেঙ্কারী ও সভাপতির স্বাক্ষর জাল করা এবং সহকারী অধ্যাপক মো. রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে চাকরির শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি ২৮ ফেব্রুয়ারী বুধবারে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সাময়িক বরখাস্তের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার দিকে কামিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জেলা প্রতিনিধি ওয়াহিদ মোহাঃ রাশেদীন আমিনএবং সহকারী অধ্যাপক মো. রুহুল আমিন মাদ্রাসার অধ্যক্ষের কক্ষে এসে বিধিমোতাবেক শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনার বিরোধিতা করে অধ্যক্ষের সঙ্গে অসদাচরণ ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন।

এসময় মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) মো. আবুল হাশেম ও প্রভাষক (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান) মো. মাসুদুর রহমান প্রতিবাদ করলে অভিযুক্তরা প্রতিবাদী দুজন শিক্ষককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে রক্তাক্ত করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন। এছাড়া সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জেলা প্রতিনিধি ওয়াহিদ মোহাঃ রাশেদীন আমিনের বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারী ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দারের স্বাক্ষর জাল করে উচ্চতর বেতনের আবেদন করার বিষয় প্রমাণিত হয়। এসব বিষয়ে অভিযুক্ত দুজন শিক্ষককে দু’দফা কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হলেও তারা সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যার্থ হন। একই সঙ্গে সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ওয়াহিদ মোহাঃ রাশেদীন আমিন দ্বিতীয় দফায় পাঠানো শিক্ষক লাঞ্ছনা এবং নারী কেলেঙ্কারী ও সভাপতির স্বাক্ষর জালিয়াতি নোটিশের কোনো জবাব দেননি।

এ কারণে চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভায় ওই দুজন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারা হয়।

আলমডাঙ্গার পুকুর সংস্কারের নামে মাটি কেটে বিক্রয়, একজনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গার পোয়ামারী গ্রামে স্কোভেটর দিয়ে পুকুর সংস্কারের নামে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করে ইটভাটায় বিক্রির দায়ে আমির হোসেন নামে এক ব্যাক্তিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এ অভিযান পরিচালনা করেন। একই সময়ে ওই ব্যক্তিকে অনাদায়ে তিন মাসের কারাদণ্ড ঘোষনা করলে জরিমানার টাকা পরিষোধ করা হয় ।

অভিযুক্ত আমির হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার পোয়ামারী গ্রামের মৃত জিয়ামদ্দিনের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের পোয়ামারী গ্রামের আমির হোসেন। গত কয়েকদিন যাবৎ পুকুর সংস্কারের জন্য দায়িত্ব দেন হাবিবুর রহমান রঞ্জুকে। সে পুকুর সংস্কারের নামে ওই পুকুরের মাটি কেটে ইটভাটা সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করছিল। এতে মাটি পরিবহণে ব্যবহৃত ট্রাক্টর চলাচলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাস ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় ওই পুকুরের মালিক আমির হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ঘোষনা করা হয়। এ সময় অভিযুক্ত হাবিবুর রহমান জরিমানার টাকা তাৎক্ষণিক পরিষোধ করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নষ্ট। অন্যটি দিয়ে পানি সরবরাহ করা হচ্ছিল। ফেব্রুয়ারির শুরুতে চুয়াডাঙ্গায় পানি দিলে চাষিরা বোরো রোপণ করেন। ২১ দিনপর আবারো সচল সেচ পাম্পটিও অকেজো হয়ে পড়ে। সেচ পানি না পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রায় দুইশত হেক্টর জমির ধান নষ্ট হয়ে পড়েছে। দ্রুত সেচ পাম্প সংস্কার করে পানি দেওয়ারও দাবি জানান তাঁরা।

দর্শনায় গাঁজাসহ ইজিবাইক চালক জনি গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী ইজিবাইক চালক জনি আক্তারকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল রোববার দিবাগত রাত সোয়া ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের নতুনপাড়ায়। এসময় গ্রামের নতুনপাড়ার জনৈক মোসলেম উদ্দীনের বাড়ির সামনে রাঙ্গিয়ারপোতা- সিংনগরগামী পাঁকা রাস্তার উপর হতে সিংনগরগামী একটি ইজিবাইকের গতিরোধ করে তাতে তল্লাসী চালিয়ে চালকের হেফাজত হতে ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা সহ চালক জনি আক্তারকে (২৪) গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের পুরাতনপাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে।

সেই সাথে গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ীর নিকট হতে মাদক বহনকাজে ব্যবহৃত একটি নীল রংয়ের পুরাতন তিন চাকা বিশিষ্ট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি ইজিবাইক উদ্ধার পূর্বক জব্দ তালিকা মোতাবেক জব্দ করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বসতবাড়ির সামনে প্রাচীর নির্মাণ করে একটি পরিবারকে অবরুদ্ধ করার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার পারকুলা গ্রামে চলাচলের রাস্তায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে একটি পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। বাড়ি থেকে বের হতে না পেরে ভুক্তভোগী পরিবার হয়ে পড়েছেন দিশেহারা।

পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে এ অমানবিক কাজ বন্ধের আহবান জানালেও অভিযুক্তরা তা না মেনে ভূক্তভোগীকে প্রাণনাশের হুমকিও দিচ্ছে বলে একটি লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, উপজেলা কালিদাসপুর ইউনিয়নের পারকুলা গ্রামের মিরাজুল ইসলামের ছেলে সোহেল রানা গত ৯ বছর পূর্বে একই এলাকার সাহাবুদ্দিন সাবুর নিকট থেকে ৩.৩২ শতক জমি ক্রয় করেন। সাহাবুদ্দিন সাবুর আর.এস খতিয়ানের ৪৬ নং দাগের ২২ শতক জমির মধ্যে ৩.৩২ শতক জমির উত্তর পার্শ্বে রাস্তা দেখিয়ে তিনি বিক্রি করেন। এনিয়ে পার্শ্ববর্তী জমির মালিক আবু হোসেনের ছেলে তরিকুল ইসলামের সাথে রাস্তা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। তবে, সাবু দুই পক্ষকে ডেকে ওই জমির পিছন ইসমাইলের বের হওয়া রাস্তা দিক থেকে বের হবার ব্যবস্থা বের করে দেন সোহেল রানার পরিবারকে । গত ৪ বছর যাবৎ ওই রাস্তা ব্যবহার করছে সোহেল রানা তার পরিবারের লোকজন। এর একপর্যায়ে আরেক প্রতিবেশী মৃত আরশেদ আলীর ছেলে ইসমাইল হোসেন গত তিন মাস যাবৎ রাস্তা নিয়ে ঝামেলা শুরু করে। এনিয়ে দফায় দফায় স্থানীয় ফাঁড়িপুলিশ ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উদ্যোগে বৈঠক হয়। বৈঠকে ইসমাইলের জমির মধ্যে সরকারি খাস জমিতে রাস্তা বের করার সিদ্ধান্ত দেয়। তবুও ইসমাইল ও তার পরিবারের লোকজন তাদের যাতায়াত করতে দিবে না।

ইতোমধ্যে আজ সোমবার সকালে ইসমাইল ও তার পরিবারের লোকজন ইটের প্রাচীল দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। এহেন অমানবিক কাজের জন্য এলাকায়

দামুড়হুদায় বিদ্যুৎ শটসার্কিট থেকে অগ্নিকান্ড: ঘর বাড়ি পুড়ে ভস্মিভূত

দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামে বিদ্যুতের শটসার্কিট থেকে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকান্ডে কানাইডাঙ্গা গ্রামের মৃত মোবার আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (ভেদু কলেরা) বসত বাড়ি পুড়ে ছাই হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস টিম ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই সব পুড়ে শেষ। আজ সোমবার দুপুর ২ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানাযায়,দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামের মৃত মোবার আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (ভেদু কলেরায়)এর বাড়িতে বিদ্যুতের শটসার্কিট থেকে আগুন লেগে যায়। আগুন দেখে ডাক চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে থাকে।

ততক্ষণে বসত বাড়িতে থাকা আসবার পত্রসহ সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে করে জাহাঙ্গীর আলম ভেদু কলেরায় এর প্রায় ২ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি দুরুত্ব গতিতে রওনা হলেও ঘটনাস্থলে পৌয়ছানো আগেই পুড়ে সব শেষ হয়ে যায়। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস টিম পথের মধ্যে থেকে ফিরে আসে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন আমি ঘটনা শুনেছি এবং তাদেরকে অফিসে আসার জন্য বলেছি। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করার দরকার আমরা করবো।

[redacted]

[redacted]

পাশে দাঁড়ানোর প্রয়াস নিয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের জনহিতকর কাজের ব্যাপ্তি বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

উক্ত আয়োজনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুনাক সাধারণ সম্পাদক মিসেস জোবায়দা আক্তার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ মিসেস সাবিনা ইয়াসমিন, পুলিশ হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার সহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারবৃন্দ।